ভূমিকা (Preface)

ঢাকা মহানগরীর অন্যতম জনবহুল আবাসভূমি পল্লবী একটি সুপরিকল্পিত অভিজাত এলাকা। বন্যামুক্ত আবাসিক এলাকা হিসাবে পল্লবী রাজধানী ঢাকার সর্বাপেক্ষা সুবিধাপ্রাপ্ত এলাকাগুলোর অন্যতম। সমাজের রুচিশীল, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিকভাবে প্রতিষ্ঠিত বিপুল সংখ্যক মানুষ পল্লবীতে বাস করছেন। অত্র এলাকায় একটি আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থাকবে এটা সবার প্রত্যাশা। তৎকালীন পুলিশের এআইজি বিশিষ্ট শিক্ষানুরাগী আব্দুল করিম এবং ঢাকা-১৬ আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য আলহাজ্ব ইলিয়াস উদ্দিন মোল্লাহ্‌র পিতা মরহুম হারুনুর রশিদ মোল্লাহ্ এম.পি মহতী উদ্যোগ গ্রহণ করে ১৯৭৮ সালে পল্লবী মডেল জুনিয়র স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। এ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে যাঁরা অমূল্য অবদান রেখেছেন, তাদের মধ্যে সর্ব জনাব ইসমাইল সরকার, গোলাম মহিউদ্দিন, নাসির উদ্দিন চৌধুরী, এম.এ.বাশার, এরশাদ উল্লাহ, আহমদ আলী সরদার, আব্দুল আহাদ, জামশেদ আলী, আঃ রাজ্জাক প্রমুখ।

১৯৭৯ সালে বিদ্যালয়টি জুনিয়র পর্যায় থেকে পল্লবী মডেল হাই স্কুল নামে পূর্ণাঙ্গ উচ্চ বিদ্যালয়ে পরিণত হয় এবং সরকারি স্বীকৃতি লাভ করে। পরবর্তীকালে দেশের শীর্ষ স্থানীয় শিল্পপতি, শিক্ষানুরাগী ও মহৎপ্রাণ ব্যক্তিত্ব ইসলাম গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজ এর তৎকালীন চেয়ারম্যান মরহুম জহুরুল ইসলাম বিদ্যালয়ের জন্য জমি ও অর্থ দান করে প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে স্বীকৃতি পান। ১৯৮৬ সালে তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা মরহুম মাজেদুল ইসলামের নামে বিদ্যালয়ের পুণঃ নামকরণ করা হয় পল্লবী মাজেদুল ইসলাম মডেল হাই স্কুল।

বর্তমানে ঢাকা-১৬ আসনের মাননীয় এমপি আলহাজ্ব ইলিয়াস উদ্দিন মোল্লাহ্‌র নেতৃত্বে বিদ্যালয়ের সার্বিক উন্নয়ন হচ্ছে। নাভানা গ্রুপের চেয়ারম্যান জনাব সফিউল ইসলাম কামাল সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে বিদ্যালয়ের অবকাঠামোগত উন্নয়ন করে দিয়েছেন। মাননীয় এমপি আলহাজ্ব ইলিয়াস উদ্দিন মোল্লাহ্, ব্যবস্থাপনা কমিটি ও শিক্ষক-কর্মচারীদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় বিদ্যালয়টির মহৎ উদ্দেশ্য সাধনে নতুন প্রাণ সঞ্চার করবে এবং একটি স্বতন্ত্র আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিণত হবে- এটা আমাদের বিশ্বাস।

বিদ্যালয়ের লক্ষ্য (Objectives)

প্রতিটি বিদ্যালয়ের সাধারণ লক্ষ্যই হচ্ছে বিদ্যা বিতরণ। মানব শিশুকে আদর্শ ও পূর্ণাঙ্গ মানুষ হওয়ার জন্য ধাপে ধাপে নানাবিধ গুণ ও দক্ষতা অর্জন করতে হয়। জ্ঞান ও নৈতিকার বলে বলিয়ান একজন মানুষই পারে স্বীয় মেধা ও দক্ষতা প্রয়োগে কল্যাণকর অবদান রাখতে। শিক্ষা জীবনের একটি বিশেষ ধাপে বিদ্যালয় শিক্ষার্থীকে বৃহত্তর শিক্ষা ও যোগ্যতা অর্জনের জন্য প্রস্তুত করে থাকে। পল্লবী মাজেদুল ইসলাম মডেল হাই স্কুল মানব শিশুর শিক্ষা জীবনের প্রাথমিক পর্যায় থেকে মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত পরিচর্চা করে থাকে।

আমরা বিশ্বাস করি, শিক্ষাই মানুষকে মানবিক গুণাবলীতে বিকশিত করে পূর্ণতা প্রাপ্তিতে সাহায্য করে। অন্য কথায়, একজন শিক্ষার্থীর শিক্ষাজীবন মানেই হচ্ছে মানুষ হবার সাধনায় নিবেদিত জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। সুতরাং 'মনুষ্যত্ব' অর্জনের সাধনায় আমাদের বিদ্যালয়ের লক্ষ্যসমূহ সংক্ষেপে তুলে ধরছিঃ

- শিশুকে পঠন-লিখনে দক্ষ করার মধ্য দিয়ে বিষয়ভিত্তিক জ্ঞান অধ্যয়ন, ধারণ ও প্রয়োগ করার ক্ষমতা লাভে সহায়তা করা।
- বিষয়ভিত্তিক জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনের বাইরেও শিশু-কিশোরের মেধা-মননের বিকাশ ঘটিয়ে সমাজ তথা রাষ্ট্রের বিভিন্ন ক্ষেত্রে মৌলিক অবদান রাখার জন্য যোগ্য করে তোলা।
- বিদ্যালয়ের শৃঙ্খলা ও নিয়ম-কানুন পালনের যথাযথ চর্চার মাধ্যমে শিশু কিশোরের জীবনকে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় আইন শৃঙ্খলার প্রতি অনুগত হতে সহায়তা করা।
- নিয়মিত সমাবেশ, খেলাধূলা, বিতর্ক-চর্চা, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক কর্মপ্রক্রিয়া, স্কাউটস, গার্লগাইড অর্থাৎ সহপাঠক্রমিক কর্মসূচী জোরদার করা।
- দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করা।
- মহান মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতার চেতনাধারণ, লালন, অনুশীলন ও চর্চা অব্যাহত রাখাসহ এ বিষয়ক কর্মকান্ড জোরদার করা।
- নৈতিক শিক্ষাসহ আদর্শ নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা।
- ছাত্র-শিক্ষক-অভিভাবক সেতুবন্ধন তৈরি করা।

বিদ্যালয়ের কর্ম-পদ্ধতি (Functioning)

পল্লবী মাজেদুল ইসলাম মডেল হাই স্কুলের কর্ম-পদ্ধতি দেশের অন্য সকল সাধারণ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মত হলেও কিছু পরিবর্তন ও নবযোজনা বিদ্যালয়ের কর্মক্ষেত্রে লক্ষ্যনীয় বৈশিষ্ট্য দান করেছে। বাংলাদেশ টেক্স্ট বুক বোর্ড ও ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের পাঠ্যক্রম ও পরীক্ষা পদ্ধতি অনুসরণে মাধ্যমিক স্তরে বিদ্যালয়ের নিজস্ব শিক্ষাক্রম ও পদ্ধতি অনুসৃত হয়ে থাকে।

বিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হয় দু'টি শাখায়। প্রভাতী শাখায় নার্সারি, প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণিতে ছেলে-মেয়ে এবং তৃতীয় শ্রেণি হতে দশম শ্রেণি পর্যন্ত প্রভাতী শাখায় মেয়ে এবং দিবা শাখায় শুধুমাত্র ছেলেদের পাঠদান করা হয়।

পাঠদান পদ্ধতি (Teaching Method)

বছরের শুরুতেই বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে পাঠক্রম তুলে দেয়া হয়। পাঠ্যক্রম প্রতিটি পার্বিক পরীক্ষার জন্য পাঠ-ব্যাপ্তি, পরীক্ষার প্রশ্নের ধরণ, মানবন্টন ইত্যাদি বিষয় সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ থাকে। পাঠদান প্রক্রিয়াও সেই মোতাবেক চলতে থাকে। এক্ষেত্রে পল্লবী মাজেদুল ইসলাম মডেল হাই স্কুলের সাম্প্রতিককালে প্রবর্তিত শিক্ষা পদ্ধতি অনুসারে পাঠ্য পুস্তকের পাঠ সমাপ্তির বিষয়টিকে গৌণ করে পাঠ্য বিষয়ের উপর শিক্ষার্থীর জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনের বিষয়টির উপর সর্বোচ্চ প্রাধান্য দেয়া হয়। এই উদ্দেশ্যে অধিত বিষয়ের উপর শিক্ষার্থীর অর্জিত জ্ঞান ও দক্ষতার মান যাচাই করার লক্ষ্যে প্রতিটি অধ্যায়/অনুশীলনী/পাঠ/পরিচ্ছেদ-এর উপর এক বা একাধিক Follow-up-class অনুষ্ঠিত হয়। মাল্টিমিডিয়ার সাহায্যে ক্লাসে পাঠদান করা হয়।

পরীক্ষা পদ্ধতি (Examination Method)

দুটি পার্বিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। প্রতি পর্বে দুটি করে Tutorial পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়।

বিজ্ঞানাগার (Laboratory)

শিক্ষার্থীর বিজ্ঞান বিষয়ক তত্ত্বীয়জ্ঞান পূর্ণতা পায় ব্যবহারিক তথা হাতে-কলমে পরীক্ষণের মাধ্যমে। বিষয়টি বিবেচনায় রেখে অত্র বিদ্যালয়ের বিজ্ঞানাগারটিকে অত্যন্ত সমৃদ্ধ একটি বিজ্ঞানাগার হিসেবে গড়ে তোলা হয়েছে। অত্যন্ত সুপরিসর কক্ষে প্রয়োজনের চাইতে অধিক যন্ত্রপাতি ও উপকরণ সজ্জিত বিজ্ঞানাগারটি ছাত্র-ছাত্রীদের বিজ্ঞান শিক্ষার ক্ষেত্রে কার্যকর সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছে। অত্যন্ত দক্ষ ও অভিজ্ঞ প্রদর্শক ও সংশ্লিষ্ট বিষয় শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে ছাত্র-ছাত্রীদের ব্যবহারিক ক্লাস হয়ে থাকে।

কম্পিউটার ল্যাব (Computer Lab

একটি আধুনিক কম্পিউটার ল্যাব রয়েছে। মাল্টিমিডিয়ার সাহায্যে আধুনিক বাস্তবভিত্তিক শিক্ষাদান করা হয়।

গ্রন্থাগার (Library)

আমাদের রয়েছে একটি সুপরিসর গ্রন্থাগার। জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় আমাদের রয়েছে একটি সন্তোষজনক সংগ্রহ। একজন গ্রন্থাগারিক গ্রন্থাগারের ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত রয়েছেন। প্রতি বছর উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বই সংগ্রহের ব্যবস্থা রয়েছে গ্রন্থাগারের জন্য।

ওয়েব সাইট (Website)

Website: www.pmimhs.edu.bd
E-mail : mimodelschool1978@gmail.com
নিজস্ব ওয়েবসাইটের মাধ্যমে শিক্ষার্থী এবং শিক্ষক-কর্মচারীদের সকল তথ্য সংরক্ষণ করা হয়। সকল প্রকার ম্যাসেজ/নোটিশ সাথে সাথে প্রদান করা হয়। শিক্ষার্থীদের অনুপস্থিতির তথ্য প্রতিদিন অভিভাবকদের কাছে পৌঁছে দেওয়া হয় । ডিজিটাল রেজাল্টকার্ড, প্রবেশ পত্র প্রদান করা হয়।

পোষাক (Uniform)

বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য সুনির্দিষ্ট পোষাক রয়েছে। বালকদের জন্য রয়েছে সাদা রংয়ের শার্ট, নেভী ব্লু প্যান্ট, সাদা জুতা-মোজা, ব্যাজ ইত্যাদি। আর বালিকাদের জন্য রয়েছে নেভী ব্লু রংয়ের কামিজ/ফ্রক এবং সাদা সালোয়ার, সাদা ওড়না, সাদা স্কার্ফ, ব্যাজ এবং সাদা জুতা ও মোজা। শীতকালে ছাত্ররা নেভী ব্লু এবং ছাত্রীরা লাল সোয়েটার পরিধান করবে। প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রীকে বাধ্যতামূলকভাবে পরিষ্কার পোষাক পরিধান করে বিদ্যালয় আসতে হবে। নির্ধারিত পোষাক ব্যতীত বিদ্যালয়ে প্রবেশ করতে দেয়া হয় না।

সহ-পাঠ্যক্রমিক কর্মকান্ড (Co-Curricular Activities)

- **খেলাধুলা ও শরীরচর্চা বিষয়ক কার্যক্রমঃ** কাঙ্খিতমানের শিক্ষা কার্যক্রমের পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের জন্য রয়েছে নানা ধরনের খেলাধূলা ও শরীরচর্চা বিষয়ক কার্যক্রম। এ জন্য বিদ্যালয়ের রয়েছে দেয়ালঘেরা সুবিশাল খেলার মাঠ।
- **সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড ঃ** সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণের ফলে শিক্ষার্থী যেমন চৌকস, সজাগ ও স্মার্ট হয়ে উঠে, তেমনি তার ভিতরে লালিত ও বিকশিত হয়ে উঠে সুকুমার বৃত্তি ও মানবিক গুণাবলী। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যেহেতু শিশু -কিশোরের সুপ্ত প্রতিভাকে লালন ও বিকাশের মাধ্যমে তাদেরকে পূর্ণাঙ্গ মানুষরূপে গড়ে তোলার লক্ষ্যে তার কর্মসূচি প্রণয়ন করে, সেহেতু আমরা আমাদের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ব্যাপক সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণের সুযোগ করে দিয়েছি।

  বিদ্যালয়ের রুটিনের আওতায় সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড যেমন পরিচালিত হয়ে থাকে, তেমনি সাপ্তাহিক, মাসিক, ত্রৈমাসিক ও বাৎসরিক সময়-সূচির আওতায় বিতর্ক প্রতিযোগিতা, সাধারণজ্ঞান প্রতিযোগিতা, বুদ্ধিবৃত্তিক প্রতিযোগিতা, আবৃত্তি, সঙ্গীত প্রতিযোগিতা ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।
  - **শরীরচর্চা ও ক্রীড়ানুষ্ঠান ঃ "সুস্থ দেহে সুস্থ মন"** এটা একটা সর্বজনগ্রাহ্য প্রবচন। সুস্থ দেহ নির্ভর করে নিয়মিত ও পরিমিত খাবার গ্রহণ, নিয়মিত ও পরিমিত কায়িক শ্রম ও যথাযথ বিশ্রামের উপর। বিশেষতঃ শিশু-কিশোরদের বর্ধনশীল দেহের জন্য শরীর চর্চার প্রয়োজনের কথা অস্বীকার করা যায় না। এ বিষয়টি বিবেচনায় রেখে বিদ্যালয়ের শরীরচর্চা শিক্ষকের তত্বাবধানে ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়মিত শরীরচর্চা করানো হয়ে থাকে। কায়িক ব্যায়ামের বিষয়টি ক্লাস রুটিনের অন্তর্ভুক্ত করে দেয়া হয়েছে।
  - **স্কাউটিং ও গার্ল গাইডিং ঃ** বিদ্যালয়ের ছেলে-মেয়েরা নিয়মিত স্কাউটিং ও গাইডিং করে যাচেছ। স্কাউট ও গার্ল গাইড-দল নিয়মিত জাতীয় কর্মশালা সমূহে অংশগ্রহণ করছে। ইতোতমধ্যে বিদ্যালয়ের চারজন শিক্ষক-শিক্ষিকাকে এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ করিয়ে আনা হয়েছে।

অভিভাবক সংযোগ (Guardian Contact)

শিশু-কিশোরের শিক্ষা গ্রহণ তথা দৈহিক ও মনন গঠনে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে অভিভাবকের যোগাযোগ একটি অপরিহার্য বিষয়। পল্লবী মাজেদুল ইসলাম মডেল হাই স্কুল কর্তৃপক্ষ বিষয়টি সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন। তাই বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে অভিভাবকের সাথে নিয়মিত যোগাযোগের ব্যবস্থা রয়েছে। প্রতিটি পার্বিক পরীক্ষার পর পরই অভিভাবক সভা আহ্বান করা হয়ে থাকে। উক্ত সভায় শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যগণও উপস্থিত থাকেন। অভিভাবকদের সঙ্গে মত বিনিময় সাপেক্ষে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাদি গ্রহণ করা হয়।

এ ছাড়া প্রাথমিক, জুনিয়র ও এসএসসি পরীক্ষার্থী ছাত্র-ছাত্রীর অভিভাবক অভিভাবিকাদের সাথে প্রধান শিক্ষক ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য শিক্ষক-শিক্ষিকাগণ নিয়মিত পরামর্শ সভায় মিলিত হন এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।

অভিভাবকদের করণীয় (Duties of Guardians)

অভিভাবক-অভিভাবিকাগণ যে বুকভরা প্রত্যাশা আর স্বপ্ন নিয়ে শিক্ষার্থীকে একটি বিদ্যালয়ে প্রেরণ করেন সে স্বপ্নের বাস্তবায়ন কিন্ত একক ভাবে বিদ্যালয়ের পক্ষে সম্ভব নয়। সন্তান যেমন পিতা-মাতার স্নেহের ধন, ছাত্র-ছাত্রী তেমনি শিক্ষক-শিক্ষিকার সাধনার কেন্দ্র বিন্দু । মাতা-পিতা ও শিক্ষালয়ের সম্মিলিত প্রচেষ্টাতেই কেবল নিশ্চিত হতে পারে ক্রমগ্রসরমান ধারায় সফল শিক্ষাদান। অতএব বিদ্যালয়ে প্রেরিত শিশু-কিশোরের সার্থক শিক্ষার স্বার্থে অভিভাবক-অভিভাবিকাগণকে কতগুলো বিষয় অপরিহার্যভাবে নিশ্চিত করতে হয়। পল্লবী মাজেদুল ইসলাম মডেল হাই স্কুল অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীদের অভিভাবক-অভিভাবিকাগণকে নিম্নরুপ দায়িত্বসমূহ পালন করার জন্য পরামর্শ প্রদান করা হলো।

- বিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত তালিকা অনুযায়ী শিক্ষার্থীকে শিক্ষাপকরণ, যেমনঃ বই, খাতা, কলম, পেন্সিল, জ্যামিতি বক্স ইত্যাদি সরবরাহ করা।
- শিক্ষার্থীর বিদ্যালয় পোষাক তৈরিকরণ ও শিক্ষার্থীর বিদ্যালয় পোষাকে ক্লাসে উপস্থিত নিশ্চিতকরণ।
- সঠিক সময়ে শিক্ষার্থীর বিদ্যালয়ে উপস্থিত ও ক্লাস ছুটির পর বিদ্যালয় হতে বাসায় প্রত্যাবর্তন নিশ্চিত করা।
- শিক্ষার্থীর শিক্ষা সংক্রান্ত অগ্রগতি সম্পর্কে শ্রেণি শিক্ষক/শিক্ষিকার সাথে মত বিনিময় ও সহায়ক ব্যবস্থা গ্রহণ, বাসায় ছেলে-মেয়ের পাঠের প্রতি মনোযোগের প্রকৃতি, বাড়ির কাজ সমাপনে আন্তরিকতা ইত্যাদি সম্পর্কে অথবা শিক্ষার্থীর কোন সমস্যা থাকলে সে বিষয়ে শ্রেণি শিক্ষক/শিক্ষিকা এবং প্রয়োজনে প্রধান শিক্ষকের সাথে মত বিনিময় করা।
- বিদ্যালয় হতে প্রেরিত যে কোন প্রকার চিঠিপত্র, তথ্য, ম্যাসেজ ইত্যাদির প্রতি গুরুত্ব দিয়ে প্রত্যাশিত ভূমিকা পালন করা।
- শিক্ষার্থীদের ডায়েরীতে নির্দেশিত কার্যাদি সম্পাদনে শিক্ষার্থীকে উৎসাহিত করা।
- পার্বিক পরীক্ষান্তে শিক্ষার্থীর পাঠোন্নতিপত্রে যথাযথভাবে স্বাক্ষর দান এবং শিক্ষার্থীর চিহ্নিত দুর্বলতাসমূহ দূরীকরণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।
- নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বিদ্যালয়ের যাবতীয় ফি পরিশোধ করা।
- শিক্ষার্থীর আচরণে ও চিন্তায় নম্র, বিনয়ী, সৎ, কর্মঠ, স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে সক্ষম, সহিষ্ণু, বিবেচক, সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিক আইন-শৃঙ্খলার প্রতি অনুগত ও সর্বোপরি দেশপ্রেমিক হিসেবে গড়ে উঠার জন্য অনুকূল পরিবেশ নিশ্চিত করা।
- বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের আহ্বান অনুযায়ী নিয়মিত শিক্ষক-অভিভাবক-ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা অথবা প্রধান শিক্ষক-অভিভাবক সভায় যোগদান এবং শিক্ষার্থী ও বিদ্যালয় সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও সহযোগিতা প্রদান করা।
- সন্তানের গতিবিধি লক্ষ্য রাখা, পর্যাপ্ত সময় দেয়া।
- আদর-শাসনের শৃঙ্খলায় শিশু-কিশোরের আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে ন্যায়-অন্যায়, ভাল-মন্দ, নৈতিকতা-অনৈতিকতার পার্থক্য সম্পর্কে সজাগ ও সচেতন করে এবং 'উৎকৃষ্ট' কে গ্রহণ আর 'নিকৃষ্ট' কে বর্জন করার মানসিকতা পোষণে উৎসাহিত করা।

ভর্তির নিয়মাবলী - (Rules of Admission)

- নার্সারি শ্রেণি থেকে ৯ম শ্রেণি পর্যন্ত লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষার মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি করা হয়।
- ভর্তি পরীক্ষায় পাশ করতে হবে।
- ভর্তিচ্ছু শ্রেণির পূর্ববর্তী শ্রেণি অবশ্যই উত্তীর্ণ হতে হবে। ভর্তির সময় সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়ের ফলাফল ও ছাড়পত্র অবশ্যই জমা দিতে হবে।
- শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা থাকতে হবে।
- বয়স, বৃদ্ধি ও গঠন শ্রেণি উপযোগী হতে হবে।
- অবিবাহিত হতে হবে।
- ভর্তির পর বিবাহিত হলে ভর্তি বাতিল হবে।

ভর্তি পরীক্ষার সিলেবাস
Syllabus for Admission Test

১। প্লে গ্রুপ - ৫ম শ্রেণি সরাসরি, ৬ষ্ঠ শ্রেণি, ৯ম শ্রেণিঃ মৌখিক পরীক্ষা।

২। ৭ম ও ৮ম শ্রেণিতে পূর্ববর্তী শ্রেণির পাঠ্যপুস্তক অনুসারে নিম্নে উল্লেখিত বিষয়ে ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।

ক) বাংলা - ৩০
খ) ইংরেজি- ৩০
গ) গণিত- ৩০
ঘ) মৌখিক (Viva) - ১০ ।

পাস নম্বর ঃ প্রতি বিষয়ে কমপক্ষে ৮ করে মোট ৩৫ নম্বর।

আমাদের কথা (Our commitment

প্রিয় অভিভাবক/অভিভাবিকা,
আপনি চান, আপনার সন্তান সকল কলুষতাকে তুচ্ছ করে মানুষ হিসেবে মাথা উঁচু করে বেড়ে উঠুক। আপনি স্বপ্ন দেখেন, আপনার সন্তান মানবিক গুণাবলীতে গুণান্বিত হয়ে জ্ঞানে, আদর্শে, দক্ষতায় পরিপূর্ণ মানুষ হিসেবে গড়ে উঠুক। পল্লবী মাজেদুল ইসলাম মডেল হাই স্কুল কর্তৃপক্ষও আপনার স্বপ্নভরা প্রত্যাশার বাস্তবায়ন দেখতে চায়। এ বিদ্যালয়ের প্রতিটি কর্ম, প্রতিটি চিন্তা চেতনার লক্ষ্যই হচ্ছে আপনার সন্তানকে একজন প্রকৃত মানুষ ও সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলা। অতএব, আসুন বিদ্যালয়ের নীতিমালা ও কর্মপ্রবাহের সাথে একাত্ম হয়ে সকলের মিলিত প্রচেষ্টায় অগ্রসর হই এবং এই প্রতিষ্ঠানকে বাংলাদেশের একটি অন্যতম শীর্ষপ্রতিষ্ঠানে পরিণত করি। আমাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় শিশু-কিশোর কুঁড়িরা ফুল হয়ে ফুটবেই, সবার মুখে হাসি ফুটবেই- আমাদের শিক্ষার্থীদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ নিশ্চিত হবেই ইন্‌শাল্লাহ।সন্তান আপনার, মানুষ করার দায়িত্ব আমাদের। আমাদের প্রতি আস্থা রাখুন। আল্লাহ আমাদের সহায় হোন।

মোহাম্মদ শহীদ উল্লাহ্
প্রধান শিক্ষক